শয়তানেরা
ঘুমোয় না
শিবপ্রসাদ রায়

শয়তানেরা ঘুমোয় না

শয়তানেরা ঘুমোয় না একটি প্রবাদ। তারা শোচনীয় অমর্য্যাদার সঙ্গে মারা যায় এটি সত্য। ভারতের থার্ড গ্রেড্ পলিটিসিয়ান এবং বুদ্ধিজীবিদের সাম্প্রতিক করুন অবস্থা এই সত্যকে নতুন করে প্রমাণ করল। অধিকাংশ রাজনৈতিকদল দেশের মাটি থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেনি। তাই তারা বৃহত্তর সমাজের কাছে আপরুটেড্ পরগাছা মাত্র। আর সাংবাদিক বুদ্ধিজীবিরা? জনগণের চোখে বড়বাড়ীর ঘুলঘুলিতে নিরাপদে থাকা সুখের কবুতর। 'অর্থহীন বকম বকম আর ভিত্তিহীন জনপ্রিয়তার পুঁজি নিয়ে এরা অন্নসংস্থান করে। বাড়ীর মানুষগুলির ভালোমন্দের কোন খবর রাখে না।

৬ই ডিসেম্বর মন্দির ভাঙার পর এদের পরিচয় দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেল। মন্দির ভাঙার আগে থেকে নরসীমা রাও বলতে লাগলেন, যে কোন মূল্যে মসজিদ আমরা রক্ষা করবই। জ্যোতি বসুরও একই কথা। আবার এরাই বলছেন সুপ্রীমকোর্ট বলে দেবে ওটা মন্দির না মসজিদ। তার আগে কি করে এরা মসজিদ ঘোষণা করে দেয়। ৭ই ডিসেম্বর আনন্দবাজার হেড লাইন করল বাবরী মসজিদ ধুলিসাৎ। এরা পরিকল্পনা মাফিক মুসলমানদের উত্তেজিত করল। হিন্দুদের সঙ্গে করল বিশ্বাসঘাতকতা। যা পৃথিবীতে কোথাও হয় না তাই হলো ভারতবর্ষে। দেশ জুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আক্রমণ করল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজকে। অনেকে চাপা দেবার চেষ্টা করলেও এটাই লোকের চোখের সামনে ঘটা সত্য।

কলকাতায় পুনরাবৃত্তি হলো ১৯৪৬ সালের। জ্যোতিবাবু হিন্দুদের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করে মুসলমানদের মিছিল বার করে দিলেন। সংবাদপত্রকে বললেন ঃ মসজিদ ভাঙায় মুসলমানদের প্রাণে ভীষণ লেগেছে মিটিং মিছিল করে তাদের ক্ষোভ একটু প্রকাশিত হয়ে যাক্। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করল হিন্দুর গাড়ীতে আগুন লাগিয়ে, দোকান লুট করে, হিন্দু হত্যা করে। কলকাতার হিন্দুরা চোখের সামনে দেখতে পেল বামফ্রন্ট সরকার মিলিটারী পুলিশকে দাঁড় করিয়ে রেখে মুসলমানদের

দিয়ে হিন্দুদের মার খাওয়াল। গুলি খাওয়া বাঘের মতো হিন্দুরা যখন রুখে দাঁড়াবে তখন পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মোচ্ছব।

খোল করতাল নিয়ে এই মোচ্ছবে যোগ দিল সুখের পায়রা বুদ্ধিজীবি ও সাংবাদিকরা। সব দেখে এবং জেনেও তারা লিখলো দাঙ্গা মুসলমানেরা করেনি। দাঙ্গা করেছে ক্রিমিন্যালেরা। কোলকাতার ক্রিমিন্যাল কারা? তা লেখার দরকার নেই। লেখা হলো হাজার হাজার সর্বহারা হিন্দু, মুসলমানদের গরু কাটার কসাইখানায় কি সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করেছে। মন্দির ভাঙার সব খবর ব্ল্যাক আউট। বুদ্ধিজীবি সাংবাদিকেরা কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে সম্ভবতঃ বুদ্ধিহীন ভেবে থাকেন। তাই তাদের অন্ধকারে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘটনা ঘটানো হলো এ রকম আর বিবরণ দেওয়া হলো আর এক রকম। সর্বত্র বেপরোয়া আক্রমণ হত্যা লুটপাট চলতো লাগলো মুসলমানদের পক্ষ থেকে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, আসামে ব্যাপক হিন্দু হত্যা হলো। কংগ্রেস, জনতা, সি পি এম কর্মীরা কোথাও দাঙ্গা প্রতিরোধে গেল না। কারণ সর্বত্র দাঙ্গা হলো, যে অঞ্চলে মুসলমান বেশী। তারা সবাই মিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিছিল করতে লাগল হিন্দু পাড়ায়। জ্যোতি বসুকে দেখা গেল শুধু সংবাদপত্রে আর দূরদর্শনে। লুকিয়ে থেকে তিনি কিন্তু চুপ করে ছিলেন না। শয়তান কখনো ঘুমোয় না। তিনি নিলেন শকুনির ভূমিকা। নরসীমার অবস্থা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত। যে কটা দিন আছেন গদী ছাড়া হতে চান না। তাতে যে শর্তে যার কাছে যা সাহায্য পাওয়া যায় তাতেই তিনি রাজী।

জ্যোতিবাবুর তখন ছিল অত্যন্ত অসহায় অবস্থা। সংবাদপত্রে উপচে পড়ছে জনরোষ আর গণঘৃনা। ভারতীয় জনতা পার্টির অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলন, আর মমতার সভায় উদ্বেলিত জনতা। দ্বিমুখী চাপে তিনি প্রায় স্যান্ডউইচ। সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল তাঁর হাতের মুঠোয়। হিন্দুদের যার নিরাপত্তা দিতে পারে দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে পারে তাদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে পারে তাদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন ঘৃণার চাকাটা। দেশের সংহতি ঐক্যের চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। বিভেদ ভুলিয়ে সব দলকে এক মঞ্চে আনতে চাইলেন। লড়াই দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে নয় লড়াই চলবে বিজেপির বিরুদ্ধে। টোট্যাল ওয়ার।

বি জে পি ফ্যাসিস্ট। আইনের মর্যাদা রাখেনি। সুপ্রীম কোর্টের সম্মান রাখেনি। মসজিদ ভেঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার পবিত্রতা নষ্ট করেছে। পৃথিবীর কাছে ভারতের মাথা হেঁট করে দিয়েছে।

নরসীমা হুঁকো সেজে বসেছিলেন। তাতে তামাক খেলেন জ্যোতিবাবু। বি জে পি, বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতারা গ্রেপ্তারা হলেন। বুদ্ধিজীবি লেখক নাট্যকার অভিনেতারা হঠাৎই সমাজ সচেতন হয়ে সমাজ সেবার কাজে লেগে গেলেন। সেকাজ অন্য কিছু নয়। অন্ধের মত বিজেপির বিরোধিতা করা। আর ইনিয়ে বিনিয়ে হিন্দুর শ্রাদ্ধ করা। হিন্দুকে মৌলবাদী প্রমাণ করা। উঠতে বসতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঘেঁটু গাওয়া। পুজোয়, শ্রাদ্ধে, বই মেলায়, স্পোর্টসের উদ্বোধনে, স্কুলের শতবার্ষিকীতে, নাটকের প্রতিযোগীতায়, অন্নপ্রাশনে, বিবাহবার্ষিকীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচার চলল। ল্যাট্রিনে, পাবলিক ইউরিন্যালে, ষ্টেশনে, ল্যাম্পপোষ্টে, ট্রেনের ধারে যে ব্যাপক অরুচিকর ঋতুবন্ধের বিজ্ঞাপন থাকে। তাকে চাপা দিয়ে দিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচার। শয়তান ঘুমোয় না মরে। তাই এর প্রতিক্রীয়া তারা বুঝতে পারেনি। **রাশিয়ায় চীনে দিনরাত মার্ক্সবাদের প্রচার হতো নানা কায়দায়।** একেবারে শ্মশান ঘাটে দিবারাত্র ফটো তোলার মত। প্রচার মাধ্যমের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের প্রচার তো হতোই, এসব ছাড়াও প্রত্যেকটি মোড়ে লাইট পোষ্টে টাঙানো থাকতো মাইক। তাতে সব সময় বলা হতো মার্ক্সবাদের শ্রেষ্ঠত্ব কি ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। দেশে অর্থাভাব নেই বেকারী নেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে। সারা বিশ্বে কি করে কম্যুনিজম রপ্তানী করতে তার অনুপুংখ বিবরণ। লোকে শুনতে বাধ্য হতো কিন্তু মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হতো। কারণ পরিস্থিতি আর প্রচারে কোন সংগতি ছিল না। একটু চান্স পেতেই তারা সব ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এখানে জগদ্দল স্বৈরতন্ত্র নেই তাই ফেলে দিতে দেরী হলো না ময়ূরপুচ্ছধারী কাকেদের। মুসলীম সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয়দাতার প্রশ্রয়দাতা রাজনৈতিক দলের মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বক্তব্য জনগণের হৃদয়ে উৎপাদন করল শুধু ঘৃণা। **পাপের বেতন মৃত্যু।** শয়তান তাই তার বাড়িয়ে চলল। সবাই মিলে হিন্দু কণ্ঠ

রোধ করতে চাইল। গলায় পা দিল হিন্দু সংগঠনগুলির। বেআইনী হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। হিন্দু মনে এর প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতির কথা না ভেবে চালালো ভীষণতম অপপ্রচার। ভাবল প্রচারে সব অপরাধের মেক্‌আপ দিয়ে দেব। বেআইনী করেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। চিরকাল যারা ৩৫৬ ধারার বিরুদ্ধে তারা উদ্বুদ্ধ করল নরসীমাকে। চার চারটে বৈধ সরকারকে ফেলে কোটি কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করল। অপমান করল। সব রাজনৈতিক দল মিলে এই অনৈতিক কাজ করল। প্রচারের কুজ্ঝটিকার মধ্যেও মানুষ এসব কথা মনে রাখল।

জ্যোতিবাবুর সাহস বেড়ে গেল। তিনি দেখলেন কংগ্রেস কোন জাহাজ নয়, বিশুদ্ধ গাধাবোট। তাকে যেমন খুশী আমি চালাতে পারি। যেমন মুসলমানেরা ভাবে সি পি এম, কংগ্রেস, জনতাদলকে তো আমরাই নিয়ন্ত্রণ করি। কথা মিথ্যে নয়। ভারতের জাতীয় শ্রদ্ধা এবং অহংকার যে শব্দটির সঙ্গে বিজড়িত। সেই বন্দেমাতরম শ্লোগান পার্লামেন্ট থেকে তুলে দেবার প্রস্তাব করল সুলেমান সাইত আর সাহাবুদ্দিন। সঙ্গে সঙ্গে সি পি এম, সি পি আই বললো খুব ন্যায্য প্রস্তাব। কংগ্রেস তা মেনে নিল। উচ্ছেদ হয়ে গেল বন্দেমাতরম। মুসলমানদের দাবীতেই এখন বিদেশে জন গণ মন জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে গাওয়া হয় সারে জাঁহা সে আচ্ছা হ্যায় হিন্দুস্তাঁ হামারা। প্রতি মুহূর্তে হিন্দু সমাজকে তীব্র অপমান একটি হিন্দুও ভোলেনি। ভুলে যায় দুদিনের আবু হোসেন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা। জ্যোতিবাবু ভুলের পাহাড় জমিয়ে তুললেন। সারা ভারতে বি জে পি বেআইনী হলো না, পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানায় বি জে পি-কে কার্য্যতঃ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হলো। বুদ্ধদেব, জ্যোতিবাবু হুংকার দিয়ে বললেন, পশ্চিমবঙ্গে বি জে পি-কে আমরা মিটিং মিছিল করতে দোব না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ফুঁসে উঠল। বিজেপির নেতৃত্বে কলকাতার বুকে এবং সর্বত্র তারা মিটিং মিছিল করে হুমকির জবাব দিল। অহেতুক গ্রেপ্তার করল পুলিশ আবার ছেড়েও দিল। দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে বি জে পি নেতাদের যেতে দেওয়া হলো না। কারণ তাহলে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে সংবাদপত্রে। হিন্দু সংগঠনের হাজার হাজার নেতা ও কর্মীদের

গ্রেফতার করে জেলে রাখা হলো সারা দেশে। বিভিন্ন রাজ্যে দাঙ্গা হলো। দাঙ্গা করল মুসলমানেরা। আর রাজনৈতিক দলগুলির আশ্রিত মুসলমান গুণ্ডারা। মারা গেল বেশীর ভাগ হিন্দু।

কোন দাঙ্গার কোথাও হিন্দু সংগঠনের একজন লোকও অংশগ্রহণ করেনি। দাঙ্গার জন্য দায়ী করা হলো তাদেরই। সব রাজনৈতিক দল আর সাহিত্যিক সাংবাদিকেরা আদাজল খেয়ে লেগে গেল বিজেপি আর হিন্দু সংগঠনগুলির আদ্যশ্রাদ্ধ করতে। যুক্তিহীন আক্রমণ। লাগামছাড়া ভাষা। দেশের সবচেয়ে শ্রদ্ধাস্পদ নেতাদের সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ কটুক্তি। এদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো হিন্দু সমাজের সংগঠিত হওয়া শক্তিশালী হওয়া এবং বিজেপির অগ্রগতি সকলকে ভীষণ যন্ত্রণা পীড়িত করে রেখেছিল। কোন ভাবেই তাদের ঠেকানো যাচ্ছিল না। বিতর্কিত সৌধ ভাঙাটা একটা চান্স। অনেকদিনের দুঃস্বপ্নকে শেষ করে দেবার সুযোগ মনে করল তারা। সংবিধান সুপ্রীমকোর্ট গণতন্ত্র যাদের চোখের বালি হঠাৎই এসব তাদের চোখের মণি হয়ে গেল। এদের ধারণা চীৎকারের পর্দা দিয়ে সত্যের সূর্যকে ঢেকে দেবে। ভুলিয়ে দেবে শাহবানু মামলা, কাবেরী জলবণ্টন, রাজাবাজারে অবৈধ চারমিনার মসজিদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টের আদেশের মর্য্যাদা কতটা দিয়েছিল। ৬০, ৬১ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভিন্ন সভায় বলতো যে, সংবিধান স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করে আমরা পার্লামেন্টে এসেছি বিধানসভায় এসেছি। সেই সংবিধান ধ্বংস করে আমরা জন গণতান্ত্রিক বিপ্লব করব।

সুপ্রীম কোর্ট অযোধ্যার যে জমি অধিগ্রহণ করালো ৮৯ সালে। ভি পি সিং মধ্যরাত্রে মুসলমানদের ধমক খেয়ে প্রত্যাহার করে নিলো। ছিঁচকে বেড়ালগুলো আজ হয়ে গেল মাছের পাহারাদার। আর ঢাউস পত্রিকার ঘুলঘুলিতে বসে বকম বকম করা সুখের পায়রা বুদ্ধিজীবি সাংবাদিকদের বড় অংশটা কি করল? সম্মিলিত মড়াকান্না জুড়ে দিল। পশ্চিমবাংলায় আনন্দবাজার, আজকাল আর বিক্রী না হওয়া প্রতিদিন যেন সৌধ ভাঙার পর বিধবা হয়ে গেল। যুবতী বিধবা। যার শুধু স্বামী গেল না, শাঁখা গেল, সিঁদুর গেল, রঙীন শাড়ী গেল, মাছ খাওয়া গেল সাজগোজ

গেল। এক কথায় সব গেল। একেবারে আছাড়ি বিছাড়ি। ধর্ম নিরপেক্ষতার কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেল। দেশের মুখ পুড়ে গেল। আবার আমাদের ত্রেতাযুগে ফিরে যেতে হবে। যুবতী বিধবা নয় বাল্যবিধবার মত চীৎকার। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে গেল। অনাবাসী ভারতীয়রা ভারতে বিনিয়োগ বন্ধ করে দিল। মুসলমান দেশগুলো তেল বন্ধ করে দিবে। ভারত আবার টুকরো টুকরো হলো বলে। ভারতে মুসলমানদের বিশ্বাস আমরা হারালাম। পতিহারা সতী আর আনন্দবাজারের পণ্ডিতেরা এক হয়ে গেল। এরা এদেশের বুদ্ধিজীবি সাংবাদিক। সীমাবদ্ধ বিদ্যেবুদ্ধি নিয়েও এরা দেশের মানুষকে সর্ব বিষয়ে জ্ঞান বিতরণের অধিকার প্রাপ্ত।

দেশের বিপুল জনগণ এদের লেখা পড়ে না। বাল্যবিধবার মতো করুণা করে। নপুংসক দেখার মজা অনুভব করে। গনোরিয়া রোগীর মত ভি ডি গ্যাংয়ে থাকার যোগ্য মনে করে। ভগবানের অসীম করুণা। পাগল যেমন বুঝতে পারে না সে পাগল তেমনি এরাও বুঝতে পারে না সে জাতীয় স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এক অন্ধকার ঘুলঘুলির তারা বাসিন্দা। জনগণ তাদের কি চোখে দ্যাখে, জনগণের মনে কি প্রশ্ন জেগে ওঠে এদের লেখা পড়ে, এরা তা জানে না। হিন্দুরা একটি সৌধ ধ্বংস করেছে। বিতর্কিত সৌধ। তর্কের খাতিরে বিতর্কিত বলা হচ্ছে। বিদ্বান স্থপতি থেকে দেশের সব প্রধানমন্ত্রী সকলে জানেন ওটা মন্দির। পণ্ডিত নেহরু জানতেন তাই পিছন দিয়ে হিন্দুদের পূজোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রাজীব জানতেন তাই তিনি মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। মুসলমানেরা প্রবেশ করত না। তাও তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। সরকারীভাবে পুরোহিত নিয়োগ করলেন। ভি পি সিং বলেছিলেন ওখানে মসজিদ কোথায়? নরসীমা সাধুদের বলেছিলেন ওটা যে মন্দির আমি জানি না? তাই সাধুরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছিলেন সময় দিয়েছিলেন।

আর নরসীমা কালহরণ করে মাফিয়া সাধু চন্দ্রস্বামীকে দিয়ে একটা পাল্টা সন্ন্যাসীদের গ্রুপ তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন। সাধুরা কি করে জানবেন এদেশের প্রধানমন্ত্রীরাও নির্দ্বিধায় হিন্দুজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? পারে

এদেশের ইনটেলিজেন্সিয়া এবং পলিটিসিয়ানদের বড় অংশটি চিরকাল হিন্দুজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। এদের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের আশা আকাঙ্খার কোন গুরুত্ব নেই মূল্য নেই। তাদের সেন্টিমেন্ট বলে কিছু নেই। তাদের কোন স্পর্শকাতরতা নেই। তারা শুধু বুদ্ধিজীবি এবং রাজনৈতিক দলগুলির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। সব গুরুত্ব সহানুভূতি বর্ষিত হবে শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের প্রতি। হিন্দুর নড়াচড়া চলবে না। তাদের কথা বলা চলবে না। কথা বললেই তাকে থামিয়ে দিতে হবে সাম্প্রদায়িক বলে। বলতে হবে লিখতে হবে সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতা শুধু ফুল ছড়িয়ে যায় পাড়ায় পাড়ায়। ভয়ংকর মারাত্মক এবং বিপজ্জনক হচ্ছে সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা। সারা পৃথিবীর দেশে দেশে মন্দির ভাঙলো মুসলমানেরা এগুলো বলা চলবে না। সংখ্যালঘুরা কষ্ট পাবে। যা হয়নি তাই বলতে হবে। হিন্দুরা মসজিদ ভেঙেছে বলতে হবে। প্রমাণ না থাকলে অতীত থেকে মিথ্যা সংগ্রহ করে লিখতে হবে হিন্দুরা বৌদ্ধ বিহার ভেঙেছে, জৈনমন্দির ভেঙেছে। রামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে নিত্য কীর্তন করতেন, তবু প্রচার করতে হবে কালীমন্দির ভেঙেছে বৈষ্ণবেরা। মুসলমানেরা মৌলবাদী পরধর্ম বিদ্বেষই তাদের ধর্ম তারা সর্বত্র অন্যধর্মের উপাসনা গৃহ ভাঙে একথা সত্য কিন্তু বলা চলবে না। সংখ্যালঘুদের প্রাণে যেন ব্যথা না লাগে। দেশের আইন কানুন সংবিধান সব রচিত হলো এদেশে সংখ্যালঘুদের দিকে তাকিয়ে। এতদিন মানুষ জানতো কুকুর ল্যাজ নাড়ায়। মূল সমাজটাকে যদি কুকুর ধরা হয় তাহলে সংখ্যালঘুরা হচ্ছে ল্যাজ মাত্র। এদেশের সবরকমের পণ্ডিতেরা ঠিক করলেন—না, ভারতবর্ষে আমরা ল্যাজ দিয়ে কুকুর নাড়াব। সংখ্যালঘুরা চালাবে দেশ। সংখ্যাগরিষ্ঠরা থাকবে এ্যাপস্ট্রপিএসের মতো। উপস্থিতি থাকবে উচ্চারণ থাকবে না। কেউ উচ্চারণ করলে তাকে আইন দিয়ে বেআইনী করে দোব। মধ্যযুগীয় বলে বদনাম করে দোব। আমরা রয়েছি গোয়েবলসের দল। পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে জনগণের বুদ্ধিটা ঘুলিয়ে দেব।

ফরাসী ভাষায় এই ধরণের পণ্ডিতদের পেদণ্ড বলা হয়। গোটা জাতি একদিন যাদের দণ্ড পে করে। এখানেও করবে একদিন। এখন জনগণ তাদের বুকে পুযে

রাখছে এক বুক ঘৃণা ও একরাশ প্রশ্ন। যারা বলছে ওটা মসজিদ তাদের অসততা বিষয়ে কোন সংশয় রাখা চলে না। তর্কের খাতিরে বিতর্কিত। বিতর্কিত সৌধ ভাঙলে তর্কাতীত মজবুত ধর্মনিরপেক্ষতার কোন কাঠামোই নেই। তাদের জন্য এই মানবতাবাদীদের কোন দুশ্চিন্তা নেই কেন? দেশগুলি মুসলমানদের বলে কি? তারা রমনার কালীবাড়ি চূর্ণ করলো, ঢাকেশ্বরী মন্দির ভাঙলো, কাশ্মীরে অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করলে কিছু নষ্ট হয় না। তখন যোগসিদ্ধ বুদ্ধিজীবিরা মৌন। মন্দির মসজিদ নানা দেশে ভাঙা হয় গড়া হয় পুননির্মাণ হয়। তাতে ভারতের গণতন্ত্রের সতীত্ব নষ্ট হয় কেমন করে? মুখ পোড়ালে পুড়িয়েছে ভারতের নেতারা সাংবাদিকেরা।

মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে তারা। দেশ জুড়ে হল্লা করে নিজের দেশের মুখ পুড়িয়েছে তারাই। বিদেশের হাতে ভারত বিরোধী প্রচারের হাতিয়ার তো এরাই তুলে দিয়েছে। রাম মন্দির নির্মাণ করলে ত্রেতা যুগে ফিরে যেতে হবে কেন? ইউরোপ আমেরিকায় শত শত কৃষ্ণের মন্দির তৈরি হয়েছে তাতে কি তারা দ্বাপর যুগে ফিরে গেছে? ভারতে যারা বি জে পির নেতা, হিন্দু সংগঠনের যারা নেতা ও কর্মী তাদের দেখলে কি মনে হয়? শিক্ষাদীক্ষা শূন্য আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক নয়? তারা হিন্দুত্বের চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধগুলি ফিরিয়ে আনতে চায়। জাতীয় জীবনে আজ যা ভীষণ প্রয়োজন। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিল রাম মন্দির? পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেউলিয়া। কেন্দ্রীয় সরকার চলছে বিদেশের ধার করা অর্থে। চার হাজার কোটি টাকার শেয়ার নিয়ে কেলেংকারী করেছে কারা? বিজেপি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর এস এস? না কংগ্রেস, সি পি এম, জনতা দলের নেতারা। যারা বারবার পার্লামেন্টে শেয়ার কেলেংকারী নিয়ে আলোচনায় বাধা দিয়েছে। এরা ভাবে পাবলিক মেমারী ইজ ভেরী শর্ট। জনগণের স্মৃতি ক্ষীণস্থায়ী। তারা কিছুই মনে রাখে না। মানুষ ভোলে না কিছুই। অনাবাসী ভারতীয়রা বিনিয়োগ করবে না। আহাম্মুখ কি গাছে ফলে? ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফলে। রামমন্দির ধ্বংস হবার আগে জ্যোতিবাবু বারবার বিদেশে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করে অনাবাসী ধরে আনার জন্য একজনও আসেনি। কারণ মসজিদ মন্দির নয়।

ভারতের রাজনৈতিক নেতারা বিশ্বাসের অযোগ্য। অধিকাংশ চোর। নিউজ এজেন্সীগুলোর দৌলতে দেশে বিদেশে সবাই জানে বোফর্স কেলেংকারী, শেয়ার কেলেংকারীর কথা। জ্যোতিবাবুর দুর্নীতির কথা। তাই তারা আসে না। এসব ঘটনায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল হয়। মন্দির ভাঙলে সেটাকে মসজিদ বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত্ করে দিলে মুখ পুড়ে যায়। মুসলমান দেশগুলো তেল দেবে না। রাজনৈতিক রাসভেরা মনে করে ওরা বুঝি বিনা পয়সায় তেল দেয়। তেল না বেচলে ওরা খাবে কি এ প্রশ্ন তাদের মনে জাগে না। ভারত নাকি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভীমরতি প্রাপ্ত নেতা এবং বুদ্ধিজীবিরা ভীত হচ্ছেন। কোন কুৎসিত বিশেষণই বোধহয় এদেশের সাংবাদিক রাজনীতিকদের যোগ্য নয়। সত্যিই যদি একটি মসজিদ ভাঙলে দেশ টুকরো টুকরো হয় তাহলে এই দেশ কাদের দয়ায় এক আছে অখণ্ড আছে? সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের দয়ায়? এখানে হিন্দুর সঙ্গে থাকলে অসুবিধে হবে এই হিসেব করেই তো তারা ভারত ভেঙে নিজেদের দেশ বানিয়ে নিয়েছে। সেখানে ইচ্ছে হলেই মন্দির ভাঙা যায়। তখন কারো মাথা হেঁট হয় না মুখ পুড়ে যায় না।

নেতা এবং বিদ্বান মানুষদের মধ্যে একজন মেরুদণ্ডী প্রাণী নেই যিনি বলতে পারেন যে এখানে অসুবিধা হলে তোমরা ইসলামিক রাষ্ট্র অর্থাৎ নিজের দেশে চলে যাও। বলতে পারে না জিন্নার অন্তিম ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে লোক বিনিময় করে নাও। চিরদিনের জন্য ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে যাক্। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ভাগ করার পরেও ইচ্ছা করে এদেশে হিন্দু মুসলমান সমস্যা জীবিত রাখা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মকেও এই অভিশাপ যাতে বহন করতে না হয় তার জন্য লোক বিনিময় প্রকৃষ্ট সমাধান। ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম, হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই গান শ্লোগান দিয়ে ভারতভাগ রোধ করা যায়নি। মাত্র ৪৬ বছর আগের ফলিত ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নিচ্ছে না। তাপ্পি দিচ্ছেন, রিপু করছেন, রাঙঝাল লাগাচ্ছেন। ভাষণ কীর্তন আর মোচ্ছব দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফেরে না। বিদ্বেষ বাড়ে। রাজনৈতিক নেতারা বুদ্ধিজীবিরা এটা বুঝতে পারে না। জনগণ বোঝে। তাই এখন সব ব্যাপারে জনগণ

চলে আগে আগে এগিয়ে। লেজুড় বুদ্ধিজীবিরা চলেন পিছনে পিছনে ক্র্যাচ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এই ক্র্যাচ লাগানো পরগাছাগুলো চায়ের দোকানে কফি হাউসে, বারে সমধর্মী দুচারজন বন্ধুর সঙ্গে মাতলামো এবং আঁতলামো করে ভাবে এটাই গোটা দেশের অভিব্যক্তি।...........

হিন্দুর দাউ দাউ মানসিকতায় তাদের আচরণ রচনা বিবৃতি ঘৃতে অগ্নি সংযোগ করে দিচ্ছে তারা তা জানে না। এক সঙ্গে পৃথকভাবে সব রাজনৈতিক দল কোমর বেঁধে লেগেছে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন। বুদ্ধিজীবি পণ্ডিতেরা পেনকে মেশিনগান করে রাউণ্ডের পর রাউণ্ড গুলি চালিয়েছে কল্পিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বুকে। তাতে হিন্দুসমাজ আরো শক্তিশালী হয়েছে। বলবান হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। মন্দিরটা নির্বাধায় নির্মাণ করতে দিলে কেউ জানতেও পারতেন না কোথায় কি হল? রাজনৈতিক দলের আড়কাঠীরা আর সংবাদপত্রের কলমচিরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করল হিন্দুর একটা ছোট্ট চাওয়াকে। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কটাক্ষ নিন্দার বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চেয়েছে রামমন্দিরের দাবীকে। এই বিদ্রুপ বাধা বিপত্তির তীব্রতা হিন্দুসমাজকে নাড়া দিয়েছে। মন্দির নির্মাণ কার্য্যসূচী জন আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। কচুরীপানার মত শিকড়হীন ভাসমান নেতা এবং বুদ্ধিজীবিরা সে দৃশ্য দেখে পাগল হয়ে গেছে। মিছিলে বক্তৃতায় আর কাগজের পাতায় আরো শানিয়েছে হীন আক্রমণ। হিন্দু একটা ধর্মই নয়। রাম বলে কেউ ছিলই না। ওটা ছিল বৌদ্ধদের মন্দির। বাবর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবর্তক। ঔরঙ্গজেব ঋষিতুল্য ব্যক্তি। কাশী বিশ্বনাথের মন্দির তিনি ভেঙেছিলেন হিন্দুদের অনুরোধে। কার কচ্ছের রাণীকে ধর্ষণ করে মন্দির অপবিত্র করেছিল এক মোহন্ত। বহু হিন্দু মন্দির তিনি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। আরবের এজেন্ট বাঙালী বুদ্ধিজীবিরা লিখছেন, ভারতে সবই তো মুসলমানদের অবদান। হিন্দুস্থান নামটাও তাদের দেওয়া। আদবানী মালকানীবালাসাহেব এসবতো ইসলামিক নাম। হিন্দুসমাজের ঘুমন্ত অংশটাও একথায় চমকে জেগে উঠল। এগুলো তো পাগলের প্রলাপ নয়। এরা তো পাগল এবং শয়তানের কম্পাউণ্ড। এদের বলা হয় নেতা বুদ্ধিজীবি। এদের ধিক্কার দিয়ে হিন্দুসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়ল রামমন্দির আন্দোলনে।

হাজার বছরের জড়তা কেটে গেল। রামমন্দির নিয়ে আন্দোলন রূপান্তরিত হয়ে গেল জাতীয় জাগরণে। ভারতবর্ষ মালটি স্টেট্ মালটি নেশান এই তথ্য দিয়ে যে ভুল নেতৃত্ব ভারতের জাতীয়তাবাদকে খিলাফত আর দ্বিজাতিতত্ত্বের চোরাপথে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে এই প্রথম মুক্তি পেল জাতীয় প্রবাহ। এই জাতীয় পুনরুত্থানকে যারা সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি সাম্প্রদায়িকতা টেম্পোরারী বলে অবহলো করবেন তাদের পুরো মূল্য চুকিয়ে দিতে হবে। দিতে হচ্ছেও। গত দুবছর ধরে তথাকথিত বুদ্ধিজীবি এবং প্রথাগত রাজনৈতিক নেতাদের সকল বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ। রাশি রাশি রচনা আর ঝুড়ি ঝুড়ি বক্তৃতার পরিণতি হয়েছে অরণ্যে রোদন। অনেকদিন পর দেশের মূল সমাজ শিশুর মাতৃস্তন্য খুঁজে পাওয়ার মতো পেয়ে গেছে জাতীয় চৈতন্যের মূল স্রোতটিকে। তাই নবচেতনায় জনশক্তি বিপুল আগ্রহে মাথা তুলেছে। প্রবল প্রতিরোধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দিনে দিনে বল সঞ্চয় করেছে হিন্দুশক্তি। এই শক্তির জুজু দেখিয়ে মুসলীম ভোটব্যাংক তৈরীর দিন শেষ। তথাকথিত বাবরী মসজিদের সঙ্গে মুসলীম ভোট ব্যাংকও এখন ধুলিসাৎ। যথার্থ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য মুসলমান সমাজকে এখন দালাল ধরে নয় সরাসরি হিন্দুর কাছে আসতে হবে।

হিন্দুর পরধর্মশ্রদ্ধা সহিষ্ণুতা প্রবাদপ্রতিম। তারা দশম শতাব্দীতে গুজরাটে কালিকটে মালাবারে কুইলনে মুসলমানদের উপাসনার জন্য মসজিদ তৈরী করে দিয়েছে। হিন্দুরা অন্য ধর্মের স্থান ভাঙে না; অন্যের নারীর সম্মান নষ্ট করে না। জোর করে অন্যদের নিজের ধর্মে ধর্মান্তরিত করে না। ইতিহাসে এর অনুকূলে একটি সাক্ষ্য নেই। 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' ভোট সংগ্রহের জন্য বামপন্থীদের একটি স্বরচিত টোপ মাত্র। এত শ্রদ্ধা সহিষ্ণুতার কিন্তু বিনিময় হয়নি। বিজেতা শাসক মুসলীমেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দু মন্দির ভেঙেছে। আজও ভেঙে চলেছে। এব্যাপারে হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের মৌনতা দর্শনীয়। মন্দির ভাঙলে মুসলমানদের দুঃখিত অনুতপ্ত দেখা যায়নি কখনও। তাহলে সম্প্রীতি আসবে কোথা থেকে। মুসলমানেরা নিরন্তর আক্রমণ করে যাবে, নিজেদের গোঁড়ামিতে থাকবে অনড় আর হিন্দুরা শুধুই মিত্রতার হাত বাড়িয়ে দেবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে মিছিল করবে সেমিনার করবে এটা বেশীদিন চলে না।

করসেবকরা ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যা গিয়েছিলেন মুসলমানদের ধর্মে আঘাত করতে নয়, মসজিদ ভাঙতে নয়। তারা গিয়েছিলেন এমন একটি স্থানে যেখানে দীর্ঘকাল নামাজ আদায় হয় না। কিন্তু রামলালার পুজো হয়। করসেবকদের লক্ষ্য ছিল বিদেশী বাবরের বর্বরতার একটি নিদর্শনকে নিশ্চিহ্ন করা। যে কোন উপাসনালয় হিন্দুর চোখে পবিত্র। বিদেশী বাবরের দস্যুতা তাদের কাছে পবিত্র নয়। বাবর এবং তার সেনাপতি মীরবাঁকি হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস এবং জাতীয়তাবোধকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সুচিন্তিতভাবে এমন একটি স্থানে মসজিদ করল হিন্দু ঐতিহ্যে যা ছিল একটি স্পর্শকাতর মানবিন্দু। হিন্দু আত্মমর্যাদাবোধ নষ্ট করতে, পরাজিত মনোভাব তৈরী করতে বাবর এই দুষ্কর্ম করেছিল। সব মুসলমান বাদশাই এই পবিত্র কাজটি করেছে। তারা জানতো হিন্দুর মনোবল ভাঙতে তাদের দাস তৈরী করতে বড়ো কার্য্যকরী কবিরাজী দাওয়াই বিশুদ্ধ মন্দির চূর্ণ। হিন্দুর এই অপমানের স্মৃতি এবং সৌধগুলি মুসলমানদের কাছে হঠাৎই হয়ে গেল সম্ভ্রমের সামগ্রী। অথচ এত দিন যা তাদের কাছে ছিল পরিত্যক্ত। বিভিন্ন বাবরী কমিটিগুলো তৈরী হয়েছে হিন্দুরা মন্দির নিয়ে নড়াচড়া করার পর। এই অন্যায় এবং আকস্মিক দাবীর সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল তাদেরই সৃষ্ট দাসেরা। হিন্দু বুদ্ধিজীবি কেন্দ্রের সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তারা বলল অযোধ্যায় রামের মন্দির হতে পারে। তেব শত শতাব্দী ধরে হিন্দুরা যেটাকে রামমন্দির বলে এসেছে সেখানে মন্দির তুলতে দেওয়া হবে না। কারণ তাতে মুসলমানদের সমর্থন নেই। বি জে পি বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতারাও বলেছেন ঃ মসজিদ আমরা বানিয়ে দোব পঞ্চকোশি পরিক্রমার একটু দূরে, এ আবেদনে কোন সহানুভূতি নেই মুসলমানদের। তারা বাবরের বর্বরতার সাক্ষ্য অটুটু রাখতে বদ্ধপরিকর।

তাদের দৃষ্টিতে হিন্দুর মনোভাবের কোন গুরুত্ব নেই। অপাংক্তেয় মূল্যহীন বিবেচনার অযোগ্য। হাজার বছর ভারতে বাস করেও তারা হিন্দুর ব্যথা বেদনার খোঁজ নেওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে। ইসলামদের সদ্য ভারত বিজয়ের মতই তাদের মনোভাব। পরাজিতের আবর দেবস্থান কি? তাদের ব্যথা বেদনা শ্রদ্ধা

মর্য্যাদা নিয়ে বিজয়ীরা কখনও মাথা ঘামায় না। মুসলীম মানসিকতার এই ডোন্ট কেয়ার ভাবকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রায় ফেটে যাওয়া বেলুনের অবস্থা এনে দিয়েছে ভোট শিকারী নেতারা আর নিজেদের সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ মনে করা নির্বোধ বুদ্ধিজীবিরা। বিশাল হিন্দু সমাজে এর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা এরা ইচ্ছা করে ভাবেনি। একটি অতি নিরীহ স্বল্পে সন্তুষ্ট, সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার মানসিকতা সম্পন্ন জাত। বিষধর সাপেরও সাপোর্টার পাওয়া যায় যে সমাজ তাদের থেঁতলে চটকে আঘাত করে মগ্ন চৈতন্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সহ্যাতীত যন্ত্রণা অবর্ণনীয় অপমান।

জাতির এই অমানসিক যন্ত্রণার অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি ঘটেছে ৬ই ডিসেম্বর। জমাট বাঁধা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভের প্রকাশে, প্রায় অলৌকিকভাবে চিহ্নহীন হয়েছে দাস বুদ্ধিজীবিদের কথিত বাবরী মসজিদ। প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক এই অসম্ভব কাণ্ড দেখে হতভম্ব স্তম্ভিত। এখনও তাদের প্রশ্ন এত অল্প সময়ে অতো বড়ো সৌধটি চোখের সামনে উধাও হয়ে গেল কি করে? একটা জাতির অনুভূতি আবেগ অন্তরাত্মার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেই এরকম প্রশ্ন জাগে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া নেতা এবং পরগাছা বুদ্ধিজীবি লেখক সাংবাদিকদের এখন অনেক অভাবিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে। ছদ্ম মানবতার পরকলা পরা কমিউনিষ্ট অপশাসন থেকে মুক্ত হয়েছে ইউরোপ। মেকলের অপজাত সন্তান মেকি ধর্মনিরপেক্ষ ছদ্ম বুদ্ধিজীবিদের কবল থেকে মুক্ত হচ্ছে ভারতবর্ষ। স্বপরিচয়ে স্বমহিমায়। বাবরী মসজিদ শব্দটির সমাপ্তির সাথে সাথে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। দাসেদের ঘোষিত বাবরী মসজিদ আর নেই। সেটা এখন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। নতুন মসজিদ যদি তৈরী হয় তার নাম বাবরী মসজিদ হবে না। মুসলমানেরা একালের দাসবংশের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ নাম রাখতে পারে নরসীমা মসজিদ অথবা জ্যোতি বসু মসজিদ। ইতিহাস সেখানে ফুল দেবে না ছিটিয়ে দেবে নিষ্ঠীবন। অর্থাৎ থুথু। যাদের যা প্রাপ্য। তবে সে মসজিদও নিজেদের তৈরী করতে হবে। কারণ কাজ করবার লোক পাওয়া যাবে না। রামের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও প্রাণের ভয় আছেই। মিলিটারী দিয়েও হবে না। বি বি সি

টিভিতে দেখিয়েছে অস্থায়ী মন্দিরে ফৌজীরা জুতো খুলে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণামী দিচ্ছে। মসজিদ বানাতে গেলে কর্ণিক ধরতে হবে নরসীমা জ্যোতি বসুকে, ইট চুন সুরকি সরবরাহ করতে হবে কিছু বাঙালী বুদ্ধিজীবি সাংবাদিককে। কোন সুস্থ মানুষ পাওয়া যাবে না। সুতরাং মসজিদও হবে না।

সব চীৎকার চেঁচামেচি হল্লার পর অনস্বীকার্য্য এবং সংশয়াতীত সত্য হচ্ছে বাবরী মসজিদ উধাও। শুধু উধাও নয় পলকে নির্মিত হয়েছে ভূতপূর্ব স্থানটিতে অস্থায়ী রামমন্দির। রামলালা বিগ্রহ সেখানে বিরাজিত। নিয়মিত চলছে পূজার্চনা। শূন্য কুম্ভ সংবাদপত্রে থিয়েট্রিক্যাল রাজনৈতিক মঞ্চে এবং গোপন পার্লামেন্টে বুক চাপড়ে পালিত হয়েছে মহরমের শোক। বুক চাপড়েছেন হিন্দুরা। নিও হাসান হোসেন। পলিটিসিয়ান এবং ইনটেলিজেন্সিয়া। বিহ্বল হয়ে বেছে নিয়েছে প্রতিহিংসার পথ। হাজার হাজার আর এস এস অফিস, বিশ্বহিন্দু পরিষদের অফিস সিল করা হয়েছে। অনেক পত্রিকার কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কর্মী হয়েছে ভূমিগত। প্রচারে প্রচারে ভারতীয় জনতা পার্টিকে করা হয়েছে কোণঠাসা বেড়াল। কোণঠাসা বেড়াল হয় ভীষণ আক্রমণশীল। তারা অনাস্থা প্রস্তাব আনল সংসদে। সি পি এম, সি পি আই উঠে পড়ল ডুবন্ত জাহাজে। কংগ্রেস সরকারকে বাঁচিয়ে দিয়ে হারালো নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা। নরসীমা আত্মরক্ষা করলেন আত্মমর্য্যাদার বিনিময়ে। কেরালায় ত্রিপুরায় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ডুবে গেল স্বখ্যাত সলিলে। সি পি এম বিরোধী ভূমিকা নিয়ে উঠে আসা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল।

অগ্নিকন্যার আগুনে জল ঢেলে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের জ্যাঠামশাই। এক গাড়ীর সহযাত্রী হয়ে গেলে দুজনে। স্বরচিত নির্বুদ্ধিতার কারাগারে বন্দী কংগ্রেস সিপিএম বস্তুস্থিতি বুঝলো না। শুরু করে দিল সবাই মিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গাজন। একযোগে সবাই বলতে লাগল বল বাবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিশ্বরের শিবো মহাদেব। নির্বিচার নিন্দাবাদ বর্ষিত হতে লাগল হিন্দুদের বিরুদ্ধে আর ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে। ভারতীয় জনতা পার্টি তার নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় পরিচয় দিল সাবালকত্বের। এতদিন তারা শুধু আদর্শ বা প্রিন্সিপল নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। দুর্নীতির পুতিগন্ধময় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে, পতিতালয়ে একজন সতী

থাকার মত শুচিতা পবিত্রতা নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল এক অসম যুদ্ধ। যারা ন্যায়নীতির ধার ধারে না কোনদিন, তাদের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল শুধু আদর্শ নিয়ে নীতি নিয়ে। এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণের মত চাণক্যের মত তারা প্রয়োগ করল প্রিন্সিপলের সঙ্গে পলিসি। আদর্শের সঙ্গে রণকৌশল। প্রমাণ করে দিল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ডায়ালেকটিকস্ মার্ক্সবাদীদের একচেটিয়া নয়। তাই তাদের একদল বলল এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা দুঃখিত। আমাদের কথা কেউ শুনলো না। আমরা অসহায় হয়ে গেলাম। আর এস এস কর্মীদের বাধা মানলো না করসেবকরা। মধ্যপন্থী দ্বিধাগ্রস্ত ঝামেলা চায় না যে জনতা তাদের জন্য এই প্রেসকৃপশন। আমি পদত্যাগ করতে চেয়েছিলাম। আমি করসেবা করতে নিষেধ করেছিলাম, এসবই এই কৌশলের অন্তর্গত। সংগঠিত জাতির স্বরূপ তারা দেখেনি, দেখেনি কশেরুকা যুক্ত সরকার। তাই ভয়ভীত হিন্দুরা সন্ত্রস্ত হবে আশংকিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। চাটুকার বুদ্ধিজীবি আর শিরদাঁড়াহীন সরকার আছে বলে একটি বিতর্কিত সৌধ ভাঙার প্রতিক্রিয়া হয় সারা বিশ্বে।

বলিষ্ঠ সরকার সংহত জাতি থাকলে কি হয় তার প্রমাণ ইস্রায়েল। ৪১৫ জন ফিলিস্তিনি মুসলমানকে তারা নির্বাসন দিয়েছে আকাশের তলায় নো ম্যানস্ল্যাণ্ডে। খাদ্য নেই বস্ত্র নেই মাথার ওপর আচ্ছাদন নেই। শীত সেখানে ফ্রিজিং পয়েন্টের নীচে। তিলে তিলে তাদের যন্ত্রণা দিয়ে মারা হচ্ছে। প্রচণ্ড শীতে শুধু গা গরম রাখার জন্য খালি পেটে দিনরাত ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। দুজন মারা গেছে। রেডক্রশ, রাষ্ট্রসংঘ কাউকে সেখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। পাশেই লেবানন, সেখানকার প্রধানমন্ত্রী মুসলমান। নাম রফিক হারিরি। বাইনোকুলার দিয়ে স্বজাতির মৃত্যু দেখছে কিন্তু আশ্রয় দিতে সাহস পাচ্ছে না। টিভিতে ছবি দেখানো হচ্ছে। এখানে প্যানইসলামন নেই। ইসলামিক ব্রাদারহুড নেই। সারা পৃথিবীর সব মুসলমান নীরব দর্শক। কোথাও নিহত হয়নি কোন ইহুদী। আক্রান্ত হয়নি ইস্রায়েলী দূতাবাস। কোন উন্মাদ মুসলমানও আক্রমণ করেনি একটি সিনাগগ। পৃথিবীর ৫১টি মুসলীম দেশের একটিও ৪১৫ জন মুসলমানের প্রাণ বাঁচানোর জন্য লং মার্চ শুরু করেনি। ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় রোজ রিপোর্টিং হচ্ছে বসনিয়ার। সার্বিয়ার

খৃষ্টানেরা মাস কিলিং করছে মুসলমান পুরুষদের, মাসরেপ করছে মেয়েদের। সারা পৃথিবীর শাহাবুদ্দিন আব্দুল্লা বোখারীরা কিন্তু এ ব্যাপারে বোবা।

মসজিদ হিসাবে পরিত্যক্ত একটি সৌধের জন্য মার্চ করে নামাজ পড়তে যাবার মুসলমান পাওয়া যায় ভারতে। ভারতের দয়ায় ভূমিষ্ঠ বাংলাদেশে অকৃতজ্ঞ বীর মুসলমান পাওয়া যায় লং মার্চ করে অযোধ্যায় আসার জন্য। এসবের কারণ এদেশের সরকারের চরিত্র ও বুদ্ধিজীবিদের আচরণ। এই চিত্র দেখতে অভ্যস্ত গোবেচারী হিন্দুদের জন্য নরম নরম ব্র্যাণ্ড উক্তি করলেন দু একজন বি জে পি নেতা। শত্রুপক্ষ উৎসাহিত হলো। বাছাধন যাবে কোথায়? আর যারা বীরব্রতী, জাতীয় জাগরণের প্রবল বন্যার কলরোল যারা শুনতে পেয়েছে, অপ্রতিরোধ্য এবং অপ্রতিহত গতি হিন্দু জনশক্তির শ্লো মার্চ যারা দেখতে পেয়েছে তাদের জন্য ভিন্ন নিদান। একদল নেতা বললেন। যা করেছি বেশ করেছি। রামের নামে এসেছিলাম রামের জন্য চলে গেলাম। আবার রাম নাম করেই ফিরে আসবো। কেউ বললেন দীর্ঘদিন ধরে বিচার বিবেচনা, লক্ষ্ণৌ হাইকোর্ট, এলাহাবাদ হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট ইত্যাদি করে হিন্দুদের ধৈর্য্যচুতি ঘটে গিয়েছিল। কেউ বললেন হাজার বছর পরে ইতিহাস তার গতিপথ পরিবর্তন করলো। যেটা কেউ বললেন না সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক দলের ভবিষত্যের জন্য একটা শ্লোগান তোলা রইল। সেটিও রামপন্থী শ্লোগান। রাম নাম সত্য হয়। সত্য বোলো গত্য হ্যায়। অন্তিম শ্লোগান। পরিণতি রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি অফেন্স এবং ডিফেন্সে খেলে গেল চমৎকার। যারা শুধু গোল গোল শ্লোগান দিল গোল খাওয়া শুরু হলো তাদেরই। প্রাসাদ থেকে ফুটপাত পর্যন্ত আওয়াজ উঠলো বড্ড বাড় বেড়েছে মুসলমানদের। ওদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। ঝুপড়ির মেহনতী মানুষেরা বলল শিক্ষা নয় মুসলমানদের শায়েস্তা করা উচিত। শায়েস্তা করা উচিত এদের অন্ধ সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলিকেও।

বি জে পি ছুঁড়ে দিল শক্তি শেল। বলল আমরা ভুল করেছি না ঠিক করেছি বিচার করবে জনতা। করো অন্তবর্তী নির্বাচন। বুকে কাঁপন ধরে গেল সব রাজনৈতিক দলের। ক্ষমতা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং শকুনি বলল, না কোন কারণেই

অন্তবর্তী নির্বাচন নয়। দেশে বড় বিপদ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা আগে। আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অজ্ঞাতবাসে গিয়ে পাণ্ডবদের মত শক্তিসংগ্রহ করছে। গলা টিপে ধরতে হবে বি জে পির। সভা করার অধিকার হরণ করে গ্রেফতার করা হলো অটলবিহারী বাজপেয়ীকে। তিনি অনশন শুরু করে দিলেন। সারা দেশ হলো উত্তাল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন গিয়ে অনশন ভঙ্গ করালেন বাজপেয়ীজির তিনটি সর্ত মেনে নিয়ে। তাকে বিনা সর্তে মুক্তি দিতে হবে। বি জে পিকে মিটিং মিছিল করতে দিতে হবে। নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত সংগঠনের সঙ্গে পুরনো সম্পর্কের জের টেনে কাউকে গ্রেফতার করা চলবে না।

শকুনি বিচলিত হয়ে গেল। বলল কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করল। ততদিনে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাজস্থান হিমাচল প্রদেশ সরকারকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন শকুনি একটু ভাষা পাল্টে ফেলল, তারই পরামর্শে সব হয়েছে এটা ভুলিয়ে দেবার জন্য বলল ঃ এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উপায় ছিল না। জয়ললিতা, চন্দ্রশেখর প্রকাশ্যে ৩৫৬ ধারা ব্যবহারের বিরুদ্ধে বললেন। জনতা পার্টি বাম মোর্চা থেকে দূরত্ব বাড়াল। ক্রিমিন্যালরা আত্মরক্ষার স্বার্থে মাল কামাবার স্বার্থে দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য হতে পারে না। এদেশের পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা শুধু ক্রিমিন্যাল পোষে না নিজেরা ক্রিমিন্যালদের চেয়েও বিপজ্জনক। তাই যা হবার তা শুরু হয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কীর্তনে আর লোক জোটে না। মূল কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে ক্লান্তির সুর। মোচ্ছব সমাপ্ত এখন ধূলোটের পালা। ঘরে ফেরার পর্ব। সোমেন, মমতা, জানিয়ে দিল সি পি এমের সঙ্গে এক মঞ্চে আমরা নেই। মমতাকে মহাকরণে পিটিয়ে সিপিএম বুঝিয়ে দিল তুমি যতোই লম্ফঝম্ফ করো নরসীমা গুনতে জানেন। তিনি গুনে দেখেছেন তোমার ভোট একটা আমাদের ছাপান্ন। তোমাকে মারলে কেন্দ্র বিবৃতির চেয়ে বেশী কিছু দেবে না। কংগ্রেসের আদর্শবাদী যুবকেরা আজ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আত্মস্থ বুদ্ধিজীবিরাও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা বলছেন কোন সংগঠনকে বেআইনী করে তাকে শক্তিহীন করা যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে নিষিদ্ধ করা ঠিক হয়নি। প্রতিবন্ধ

তুলে নেবার জন্য বিভিন্ন আদালতে মামলা রুজু হয়েছে। শান্তাকুমার, সুন্দরলাল পাটোয়া কেস করেছেন মন্ত্রীসভা ফেলে দেবার বিরুদ্ধে।

কলংকচিহ্ন বাবরী মসজিদের ভারমুক্ত এখন ভারতবর্ষ। রামলালার পূজো অব্যাহত। শয়তান কখনও ঘুমোয় না। পাকিস্তানের সৃষ্টিতে মুসলীম লীগের পরমবন্ধু হিন্দুদের শত্রু রাম বিরোধী বাবরপন্থী নেতা এবং তাঁর সহযোগীরা ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন মসজিদ ভেঙে দেবার ফলে আমাদের মাথা কাটা গেছে। লজ্জা রাখার জায়গা নেই। তারপরেও রামলালার পূজো? অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বুদ্ধিভ্রষ্ট ধৃতরাষ্ট্র শকুনির কথায় প্রভাবিত হলেন, ৮ই ডিসেম্বর রামলালা দর্শন নিষিদ্ধ করা হলো। ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীদের ধর্না অনশন শুরু হয়ে গেল। ২৮শে ডিসেম্বর দর্শনের অনুমতি দেওয়া হলো। এবার দুজনেই ভারসাম্যহীন। ধৃতরাষ্ট্র এবং শকুনি। শকুনির আতংকিত উক্তি ঃ ঠিক এই ভয়টাই আমি করেছিলাম। কেন্দ্র কিছু মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে আঁতাত করেছে। তারা পড়েছে বি জে পির খপ্পরে। ধৃতরাষ্ট্র বালকের মত বললেন ঃ আমরা কিছুই জানি না। যা করেছে ফৈজদাবাদ প্রশাসন। তার কদিন পরে এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিল, নির্দ্বিধায় রামলালা দর্শনের ব্যবস্থা করুন। বি জে পি আদালত মানে না বলে যিনি বেশী হল্লাবাজি করেছিলেন সেই মাননীয় বঙ্গেশ্বর বললেন আদালতের রায় দুর্ভাগ্যজনক। একথার তাৎপর্য তিনি না বুঝলেও জনগণ বুঝেছে জ্যোতিবাবুর আদালতের প্রতি শ্রদ্ধার পরিমাণ। আর মুসলমানদের প্রতি আনুগত্যের পরিমাণ।

ইতিহাসের পরিবর্তনগুলোকে দেখেও না দেখার ভান করেছেন সৈয়দ শাহাবুদ্দিন, সালাউদ্দিন ওয়াসি, জাফর জিলানী, জ্যোতি বসুরা। ঘটনার গতি তাঁরা বুঝতে পারছেন সব, কিন্তু বলতে পারছেন না। এ একটা করুণ অসহায় অবস্থা। নিজের দলের লোকেদের হাতে রাখার জন্য এরা অকারণে এখনও হাত পা ছুঁড়ছেন। বাবরী মসজিদ এ্যাকশন কমিটি নামাজ পড়ার কার্য্যসূচী নিল। মুসলমানেরা দুঃখ পাবে বলে প্রকৃত ঘটনা ভারতের কাগজে প্রকাশিত হয়নি। বি. বি. সি. বলেছে মুসলমানেরা অযোধ্যায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র হিন্দু প্রত্যেকটি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বেধড়ক প্রহার করে। দুজন আশংকাজনক অবস্থায়। কুড়িজন

রীতিমত আহত। কোন মুসলীম নেতা এ নিয়ে হৈ চৈ করেনি। অন্যদিকে জ্যোতিবাবু চিন্তিত। তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য খিদিরপুরে সভা পণ্ড হয়ে গেল। বাবরী মসজিদ বলা হবে না প্রাচীন সৌধ বলা হবে এই প্রশ্নে। কলকাতার কাশ্যপপাড়ায় বামফ্রন্টের সম্প্রীতি মিছিল যেতে সাহস করল না। জনতা জুতোর মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। দুটোই ৩রা জানুয়ারীর ঘটনা। নববর্ষের উপহার। ৩১ ডিসেম্বর বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের মদনমোহনপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সভায় জোর হামলা হয়। হামলায় তিনজন আহত হয়। মোটর সাইকেল, সাইকেল ও সোনার হার ছিনতাই হয়। এগুলো সব ৪ঠা জানুয়ারীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এক দিনের একটি সংবাদপত্রে যদি এতগুলি ঘটনা থাকে তাহলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাফল্য সম্পর্কে পাগল ছাড়া আর কারো সন্দেহ থাকে না।

শয়তানেরা ঘুমোয় না মরে। অপমানের মরণ তাদের মেনে নিতে হয়। ভারত বিরোধী হিন্দুবিরোধী রাজনৈতিক দল নেতাদের জন্য আসছে বড় দুর্দ্দিন। এ দুর্দ্দিন তারা ডেকে এনেছে। হিন্দু ধর্মকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে। আর. এস. এস., বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বি জে পি-কে কটু ভাষায় আক্রমণ করে। আর. এস. এস., বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বি জে পি-র মধ্যে কত দূরত্ব ছিল। বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা আর সাংবাদিকরা এদের ছোট করার উদ্দেশ্য নিয়ে একাকার করে দেখাত। এটাও ব্যুমেরাং হয়ে গেল। সত্যিই এরা একাকার হয়ে গেল। এরা হিন্দু সাম্প্রদায়িক, হিন্দু মৌলবাদী, হিন্দু ফ্যাসিস্ট বলে বলে এই সংগঠনগুলির সঙ্গে হিন্দু সমাজকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিল। এখন বি জে পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এস মানে মূল সমাজ বা বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত প্রতিনিধি। সিপিএম, কংগ্রেস, জনতা, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক মানে কিছু পরগাছা। আর সাংবাদিক বুদ্ধিজীবি মানে কিছু আগাছা দেশের মানুষের এটাই এখন অভিজ্ঞতা প্রসূত সিদ্ধান্ত।

এখন কিছু পণ্ডিত বুক চাপড়াচ্ছেন। বলছেন বি জে পি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ কি হিন্দুত্বের ঠিকাদারী নিয়েছে নাকি? ওরা তো হিন্দুত্বকে বিকৃত করেছে। আমরা প্রকৃত হিন্দু। লোক হাসানো অসারে তর্জ্জন গর্জ্জনে সবাই আনন্দ পাচ্ছে। এটাই

হয় জাতীয়তাবাদ যখন বন্যারূপে আসে তখন আগাছা পরগাছা টিকটিকি গিরগিটি সব ভেসে যায়। গিরগিটির মতো বহুরূপী মার্ক্সবাদী দলগুলিও এই যুগসন্ধিক্ষণ বুঝতে পেরেছে। সি পি আই, সি পি এম এবার নতুন কার্য্যক্রম নিচ্ছে। এই বছর থেকে তাঁরা খাঁটি হিন্দু ধর্মের প্রচার করবেন। কমরেডের পরিবর্তে তাদের নামের আগে থাকবে মোহন্ত। মূল সমাজ তাঁর আইডেনটিটি ফিরে পেয়েছে। জাতীয় জীবনের স্রোত হয়েছে খরতর। ভোটের লাভ লোকসানের হিসাব গেছে পরিবর্তিত হয়ে। প্রাণ এবং পেটের দায়ে কমরেডেরা এখন হিন্দুধর্মের মোহন্ত গিরি করবে। রামকৃষ্ণ মৃগী রোগী ছিলেন। বিবেকানন্দ ভণ্ড প্রতারক। চাকরী না পেয়ে ধর্মের ব্যবসা করেছিলেন এখন আর তারা বলবে না। কিছুদিন আগে তারা কমরেড ক্ষুদিরামের জন্মদিন পালন করেছে। দুঃখীরাম কম্যুনিষ্টদের দেখে খুবই মায়া হয়। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের ঘরে ঘরে পৌছে দেবে হিন্দুধর্মের মর্মবাণী। মার্ক্স লেনিন ষ্ট্যালিনের নামে এখন ব্যবসা চলবে না। তারা দাবী করবে ধর্ম আর আফিম নয়, ধর্মাচার্য্যরা আর শোষক শ্রেণীর দালাল নয়। চৈতন্য রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের তারাই যথার্থ উত্তরসুরী। আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ঠিক ঠিক ধর্ম বোঝে না। ভারসাম্য হারালে বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে কি উচ্ছবৃত্তিই না করতে হয়। তাতে বিশ্বাস ফেরে কি? ইতিহাস বলবে সেকথা। জনসাধারণ হিসেব রাখে সব। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় মুসলমান মন্ত্রীরা মুহূর্তে মুসলমান হয়ে গেল, কংগ্রেসী রইল না। মন্দির মসজিদ প্রশ্নে গোপন বৈঠক হলো। সরকারের ওপর তারা চাপ সৃষ্টি করবে। সৌধ ধ্বংসের পর পশ্চিমবঙ্গ বি জে পি ছেড়ে চলে গেলে দুজন মুসলমান বি জে পি বললো দরজা খোলা আছে একথা কংগ্রেস বলতে পারলে ইতিহাস অন্যরকম হতো।

কিন্তু তা হবার নয়। ইতিহাস তার গতিপথ নিজে তৈরী করে নেয়। এবার ইতিহাসের গতি জাতীয় সংস্কৃতির মূলধারার পলিমাটির চিহ্ন ধরে এগোবে। কটা দাগী রাজনৈতিক নেতা আর কিছু দুর্বল বুদ্ধিজীবি তাকে রোধ করবে কি দিয়ে? স্বরচিত কোলাহলে নিমগ্ন এদেশের লেখক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবিরা জানেনেই না ভারতের সাড়ে পাঁচলক্ষ গ্রামে তাদের কেউ চেনেই না। শহর কেন্দ্রিক তাদের

অস্তিত্ব। ক্ষণস্থায়ী কবিতা একদিনের আয়ুর প্রবন্ধ নিয়ে কফি হাউসে কিম্বা পত্রিকা অফিসে চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা যায়। নিজেদের গন্ধে নিজেরাই বিভোর হয়ে যাওয়া যায় এই মাত্র! ইতিহাস রচিত হয় মাটির কাছকাছি কোটি মানুষের স্বেদ অশ্রু পুলক আবেগ অনুভূতি নিয়ে। এখান থেকে উঠে আসছে নবীন ভারতবর্ষ। এদের ছোট করে আনকালচার্ড বলে নিজেকে প্রগতিশীল ভেবে ফাঁকা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। তাতে ইতিহাসের আবর্জ্জনার চেয়ে বুদ্ধিজীবিদের মূল্য বাড়ে না। এদেশের মানুষ দেখতে অভ্যস্ত সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর পনেরো দিন ধরে প্রচার মাধ্যমে ছিল শুধু সত্যজিৎ রায়। হঠাৎ কোনো দেশী তখন এদেশে বেড়াতে এলে মনে করত ভারতবর্ষ মানে সত্যজিৎ রায়। তার ছবি কিন্তু প্রত্যাখ্যাত জনগণের কাছে। শিশুচিত্রটি ছাড়া একটি ছবিও জনপ্রিয়তা ধন্য হয়নি। এদেশের সাধারণ মানুষ তাঁর ছবি আধঘণ্টা সহ্য করতে পারে না। এখন তিনি বিস্মৃত। পথের পাঁচালীর নেগেটিভ খারাপ হলে তবে তিনি খবর হন। তবু এদেশের অলংকার। কিন্তু ওই অলংকার পর্য্যন্ত।

হিন্দুত্ব এদেশের অহংকার। এদেশের জাতীয়তা। রামচন্দ্র জাতীয় বীর। তাই তাঁকে নিয়ে আন্দোলন দুর্বার হয় সব ওলট পালট হয়ে যায়। সব পণ্ডিতের হিসেব নিকেশ হয়ে যায় গোলমাল। কয়েকটা উপন্যাসের লেখক, বিক্রী হয় না এমন কাব্যগ্রন্থের কিছু কবি, সংবাদপত্রের ভাড়াটে কলমবাজ, সরকারী টাকায় প্রযোজিত অসফল ছবির পরিচালক, অভিনেতা অভিনেত্রীরা এদেশের বুদ্ধিজীবি। এরা গহনা হলে নিঃসন্দেহে তা ইমিটেশন। এদের নিয়ে আমজনতা মাথা ঘামায় না। অমাজনতা জানে হিন্দুরা মন্দির ভাঙেনি। তারা গোটা জাতির ঘুম ভাঙিয়েছে। চূর্ণ করেছে বিদেশী বাবরের দম্ভ। জাতীয় জীবনের প্রবাহ এখন এগিয়ে যাচ্ছে সঠিক দিশায়। শয়তানেরা যে স্রোতটার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল ভিন্ন দিকে। স্রোত হারিয়ে যাচ্ছিল মরুপথে। আবার তার মুখ ঘুরে গেছে সাগরের দিকে। সে সাগরের উজ্জ্বল মণিমুক্তো হচ্ছে স্বাভিমান, স্বাজাত্যবোধ জাতীয় চেতনা। এ চৈতন্য আচ্ছন্নবুদ্ধি মুসলমানদেরও মিলিয়ে দিতে চলেছে জাতির মূল ধারায়। বহু ঘটনায় তার প্রকাশ ঘটেছে। কারণ মুসলমানেরা নির্বোধ নয়। তারা দেখেছে দেশের রাজনৈতিক

দলগুলি তাদের নিয়ে ব্যবসা করে। তাদের জাতীয় স্রোতে মিশতে দেয় না। সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়। এসবের চরম পরিণতি ভয়াবহ সর্বনাশ ডেকে আনবে একদিন। বিশাল হিন্দুসমাজ তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট আক্রমণশীল হয়ে উঠলে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। যথার্থ বিপদের দিনে কোন রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবিকে পাশে নেওয়া যাবে না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও তাদের প্রতিকুল। পৃথিবীর কোন দেশে আর মুসলমানেরা সুস্থির নয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের মূল জতি তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ। বার্মার বৌদ্ধরা ভারতের বৈষ্ণবদের অপেক্ষা নিরীহ গোবেচারী। তারা পর্যন্ত আড়াই লাখ আরাকানী মুসলমানকে মেরে বাঙলাদেশে তাড়িয়ে দিল। বাংলাদেশ চীৎকার করছে তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করছে না। তারা চীনকে অনুরোধ করছে রাষ্ট্রসংঘে আবেদন করছে ঃ আপনারা বার্মাকে একটু চাপ দিয়ে মুসলমানদের ফিরিয়ে নিতে বলুন। কাকস্য পরিবেদনা। ভারতে উৎপাত ক্রমবর্দ্ধমান হলে লোকবিনিময় করার দাবী উঠতে পারে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে নতুন সংবিধান রচনা হতে পারে। তা নাহলেও দেশের আইন কানুন বদলাতে পারে। বৃহত্তর সমাজের সন্দেহ অবিশ্বাস সংগ্রহ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াকু মনোভাব নিয়ে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারে না। বিশেষষ করে যারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে নিজেদের হিস্যা বুঝে নিয়েছে পঞ্চাশ বছরও হয়নি। তারপরেও ভারতে বাস করে বিদেশী বাবরের জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা কারো সহ্য হয়? এই অসহনীয় অবস্থাটাকে স্বাভাবিক সহনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছে এদেশের রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবিরা। এরা শুধু হিন্দু জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না, চরম বিপদের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে মুসলীম সম্প্রদায়কে। মুসলমানেরা আজ অনেকে একথা অনুভব করছেন। তাই মিজানুর রহমান লিখেছেন ঃ রাজনৈতিক দলগুলিই ভারতের মুসলীম সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ভারতীয় সভ্যতার মূল ধারার সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটাতে মুসলমানদের প্রতিনিয়ত ওরা বাধা দিয়ে এসেছে। নোংরা ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে কংগ্রেস জনতা সিপি আর সিপিএম কেউ ভারতীয়

মুসলমানদের প্রকৃত মঙ্গল চিন্তা করেনি। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তগুলির মতো আজও ইসলামী পতাকাবাহী কুলাঙ্গার রাজনৈতিক দলগুলি পক্ষান্তরে ইসলাম বিপন্ন এই শ্লোগান তুলে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বাড়াবার চেষ্টা করছে। আর মুসলমানদের ক্রমশঃ হিন্দুবিরোধী করে তোলা হচ্ছে। যে সমস্ত অবিবেচক মুসলীম নেতৃবৃন্দ বিশ্ব ইসলামী সংগঠনগুলোকে দিয়ে বর্হিভারতে হিন্দু মন্দির এবং হিন্দু জনতার ওপর আক্রমণ শানিয়ে ভারতের মুসলমানদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি সুনিশ্চিত করতে চান তাঁরা ভুল করছেন। কেন না তার বিপরীতে কোটি কোটি ভারতীয় মুসলমানদের গলায় পা তুলে বিশ্বের সুরক্ষার বিষয়টি আদায় করতে উগ্র হিন্দুরা জঙ্গী পদক্ষেপ নেবেই। একা ছোট্ট ইস্রায়েল যদি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে দাবিয়ে রাখতে পারে, তবে পটপরিবর্তনশীল ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠরা অচিরেই মুসলীম বিশ্বের হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য চরমপন্থী হতে পিছপা হবে না। এই রিয়ালাইজেশান আজ বহু মুসলমানের মধ্যে হচ্ছে। কারণ এটাই সত্য। বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত মৌলানা ওয়াজিদুন্দিন বলেছেন ঃ অযোধ্যা প্রশ্নকে অকারণে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা হচ্ছে। বাবরী মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে সমগ্র মুসলীম সম্প্রদায়ের সমস্যা করা উচিত নয়। ওটা হিন্দুদের জিনিস তাদের সাগ্রহে দিয়ে দেওয়া উচিত। এতেই মুসলমানদের কল্যাণ। সি কে জাফর শরীফ যিনি রেলমন্ত্রী রূপে তস্কর শিরোমণি বলে চিহ্নিত, তিনি বলেন ঃ মুসলীম পার্সোন্যাল ল বোর্ড বল্লেই আমি পদত্যাগ করব। ল বোর্ডের নির্দ্দেশই আমার কাছে শেষ কথা। পরিস্থিতি দেখে বল্লেন ঃ আমি একজন কংগ্রেসী মুসলীম ল বোর্ডের কথায় আমি পদত্যাগ করব কেন? এর নাম রিয়ালাইজেশান।

বাবরী মসজিদ এ্যাকশন কমিটি ঘোষণা করেছিল, এবার সারা ভারতের মুসলমান সমাজ ২৬শে জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবস বয়কট করবে। দেশের মানসিকতা দেখে বলল না বয়কট করছি না। সংবাদপত্রগুলো আমাদের বক্তব্যে ভুল ব্যাখ্যা করেছে। সংবাদপত্র কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। শুধু সংবাদ ছেপেছিল। নরসীমাও পরিস্থিতি অনুভব করেছেন, তাই দেরী না করে আদবানী যোশী সিংহলদের নিঃসর্ত মুক্তি দিয়ে দিলেন। সময় বড়া বলবান হ্যায়। আদবানীজি জেল

থেকে বেরিয়েই বলেন ঃ মসজিদ ভাঙার জন্য লজ্জিত নই। বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা এবং প্রগতিশীল সাংবাদিক বুদ্ধিজীবিদের মুখগুলো এখন ঠিক ধোবিকা কুত্তার মতন। না ঘরকা না ঘাটকা। জনগণের কোন অংশই এদের কথা শুনলো না। যাদের জন্য জীবনপাত সেই মুসলমানেরা পর্যন্ত নয়।

বর্তমানের জিন্না শাহাবুদ্দিন জানিয়েছেন, তিনি চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে মুসলমানেরা ত্যাগ স্বীকারে রাজী হয়। পুরনো জায়গায় মসজিদ বানাবার দাবী যেন ছেড়ে দেয়। পরিস্থিতির মূল্যায়ন বদলে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম এম জেকব বলেছেন ঃ মুসলমানেরা তাদের দাবী থেকে সরে আসতে প্রস্তুত। এটা যদি হয় তবে সেটাই হবে সত্যিকারের জাতীয় সংহতি। হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। প্রকৃত দোস্তি। জবরদস্তি নয়। বুদ্ধিজীবিরা যা লেখেন তা বিশ্বাস করেন না। তাই পেটের দায়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁরা লিখতে পারবেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কীর্তনীয়া বামপন্থী মার্ক্সবাদীদের কি হবে? শয়তানেরা ঘুমোয় না, মরে। শোচনীয়ভাবে মরে। ৪ঠা জানুয়ারী ৯৩, দিল্লীর গান্ধীর স্মারক উদ্যানে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ নিলেন বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। সি.পি.এম, সি.পি.আই., ফরোয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি-র কেন্দ্রীয় নেতারা। শপথের পর গান হলো ঃ মীরা কে প্রভু গিরিধারী নাগর..........। এটাই অপমৃত্যু। ভ্রান্ত কৃতকর্মের নিষ্ঠুর ভবিতব্য।

সহযোগ রাশি ঃ ৪.০০ টাকা